বৈরাগ্য-শতকম্

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় কৃত।

বৰ্দ্ধমান

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বিগত ১৩২২ সাল ২০শে আষাঢ়ে আমার প্রিয়তমা মধ্যমা কন্যা ৺হিরণ্ময়ী দেবীর অকাল মৃত্যুতে আমি বড়ই শোকাতুর হই। শোক-বেগ যাহাতে আমাকে অধীর করিতে না পারে, তজ্জন্য আমার পরম-হিতৈষী প্রতিপালকবর করুণহৃদয় মহামান্য বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহা-রাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীলশ্রীযুক্ত স্যর্ বিজয়চন্দ্ মহতাব্ কে, সি, এস্, আই, কে, সি, আই, ই, আই, ও, এম্ মহোদয় সেই অবস্থায় আমাকে মহাকবি বিরাগী ভর্ত্তৃহরি প্রণীত বৈরাগ্যশতক গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন; আমি সেই শোকাকুল অবস্থাতেই এই পদ্যানুবাদ করিয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে অর্পণ করি। তিনি উহা পরিদর্শন করিয়া সানন্দচিত্তে আমাকে মুদ্রণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহারই আদেশ প্রতিপালনার্থ আমি ঐ পদ্যানুবাদসহ বৈরাগ্যশতক খানি মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচার করিলাম। জানি না, ইহা আমাকে সজ্জন-সমাজে সমাদৃত বা তিরস্কৃত করিবে। সুধীগণের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা, তাঁহারা দয়া করিয়া একবার পদ্যগুলি আদ্যোপান্ত দেখিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। পরিশেষে বক্তব্য, বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান সভাপণ্ডিত আমার বাল্যসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় এই বিষয়ে আমার অনেক সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি উক্ত বন্ধুবরের নিকট চিরবাধিত রহিলাম। ইতি—

রাজবাটী, বর্দ্ধমান।
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল। } শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

অর্পণ।

যোগী জন মনহর বিজয় বিহারে দেখি,
মহেশ শঙ্কর বুদ্ধ ভারতরতন,
ধনী ভোগী মনলোভা দিল খোসা পরপারে,
বিলাসের দ্রব্যে পূর্ণ বিলাসভবন,
এ দুয়ের সমবায়ে সুস্থির যাঁহার মন,
সামান্য মানব তিনি কখনই নন,
ভোগ ত্যাগ একাধারে করিতে পারেন যিনি,
জনক সদৃশ তিনি রাজঋষি হন,
বিলাসের দ্রব্য তাঁরে কিবা দিব তুষিবারে,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি কি আছে আমার,
দিনু তাই সমাদরে, সেই রাজঋষি করে,
"বৈরাগ্য-শতক"খানি বিরাগের সার।

চিরানুগত—
শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

ভিক্ষা।

ত্যজি মায়া মোহ　　সুখের সংসার,
তৃণ সম জ্ঞানে　　রাজ্য পরিহরি,
কৌপীন কসিয়া　　হয়ে কন্থাধারী,
হইলে বিরাগী　　তুমি ভর্ত্তৃহরি।
ছিলে যবে রাজা　　ছিল বটে তব,
ভাণ্ডার ভরিয়া　　রজত কাঞ্চন,
অক্ষয় ভাণ্ডার　　ছিল নাত তাহা,
অবশ্যই ক্ষয়　　হইতে কখন।
এবে কিন্তু তুমি　　বিরাগী হইয়া,
যে অমূল্য নিধি　　করেছ সঞ্চয়,
আজীবন যদি　　কর বিতরণ,
কখনই তার　　হইবে না ক্ষয়।
রজত কাঞ্চন　　লভিয়া কেবল,
কিছু সুখ বটে　　হয় ইহকালে,
কিন্তু তব নিধি　　পায় যদি কেহ,
সুখ হয় তার　　ইহ পরকালে।
বিরাগী যে জন　　তাহার কখন
ভেদজ্ঞান কিছু　　থাকে না অন্তরে,
পাপী বলি তাই　　ঘৃণা করি কভু,
পরিত্যাগ তুমি　　করিবে না মোরে।

আমি সেই আশে গললগ্ন বাসে,
তোমার সকাশে লইনু শরণ,
হে বিরাগী মোরে দাও কৃপা করে,
কণা মাত্র তব বৈরাগ্য রতন ॥

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

বৈরাগ্য-শতকম্।

চূড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্ভারমুচ্চাটয়ন্
চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপোহরঃ ॥১॥

সমুজ্জ্বল চারু চন্দ্র কলা শিখা শিরে যাঁর।
লীলা বশে কাম কীট, যাঁর রোষে ছার খার ॥
স্ফূর্ত্তিমান্ অগ্রে যিনি, পুণ্য রূপ বর্ত্তিকার।
অন্তঃ প্রকাশিত যিনি, নাশি মোহ অন্ধকার ॥
সেই জ্ঞান দীপরূপ, মহাযোগেশ্বর হর।
হউন বিজয়ী যোগি-চিত-গৃহে নিরন্তর। ১ ॥

তৃষ্ণাদূষণম্।

বোদ্ধারোমৎসরগ্রস্তাঃ
প্রভবঃস্ময়দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে
জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্ ॥ ২ ॥

বুদ্ধিমান্ জন এবে পরহিংসা রত,
প্রভুগণ অহংকার দোষেতে দূষিত,

অজ্ঞানে অপর সব হল অভিভূত,
অঙ্গরাজ্যে সদালাপ তাইত বিগত। ২।

ন সংসারোৎপন্নং বিষয়মনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।
মহদ্ভিঃপুণ্যৌঘৈশ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়া
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্॥ ৩॥

সংসারের কোন কার্য্যে কুশল ত নাই,
পুণ্য পরিণাম হেরি মনে ভয় পাই,
বহুকালে পুণ্য পুঞ্জে উপার্জ্জিত ধন,
সংসারি জনের হয় দুঃখেরি কারণ॥ ৩॥

ভ্রান্ত্বা দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেস্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে! জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে! নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি॥৪॥

করেছি ভ্রমণ কত দুর্গম প্রদেশ,
পাই নাই তাহে কিন্তু সুফলের লেশ,
জাতি কুল অভিমান ত্যজিয়া সকল,
করেছি ধনীর সেবা; সকলি নিষ্ফল,
সশঙ্কে পরের গৃহে কাকের মতন,
মান তেয়াগিয়া অন্ন করেছি ভক্ষণ,
পাপবিবর্দ্ধনি তৃষ্ণে! গেলিনা এখন,
চির অসন্তোষ তোর হলনা দমন॥ ৪॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলংধ্মাতাগিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃসরিতাম্পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃকাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্ ॥৫॥

রতনের লোভে খনেছি ভূতল,
গিরি হতে ধাতু গলায়েছি যত,
বিশাল সাগর হইয়াছি পার,
যতনে তুষেছি নরপতি কত,
মন্ত্রের সাধনে কত বিভাবরী,
শ্মশানে বসিয়া করেছি যাপন,
কাণা কড়িলাভ হয়নি কখন,
হে তৃষ্ণে ! আমায় ছাড় হ এখন ॥ ৫ ॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈ
র্নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা ।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে ! মোঘাশে ! কিমু পরমতোনর্ত্তয়সি মাম্ ॥ ৬ ॥

অন্তর আবেগ নিরোধ করিয়া
হাসিয়া উদাস মনে,
দুর্জ্জনের সেবা কদালাপ কত
সয়েছি ব্যথিত প্রাণে,

আনমনে আসি দুর্জ্জন সমীপে
যুড়েছি যুগল কর,
হে দুরাশা মোরে আর কেন তুমি
নাচাইছ অতঃপর ॥ ৬ ॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিন্নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসংজ্ঞমনসাং
কৃতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥ ৭ ॥

পদ্মপত্রে জল সম চঞ্চল প্রাণের তরে,
বিবেক বিহীন হয়ে মোরা কিনা করেছি,
ধন মদে অচেতন ধনীর সমীপে গিয়া,
লাজহীন হয়ে পাপ নিজগুণ গেয়েছি ॥ ৭ ॥

ভোগান ভুক্তাবয়মেব ভুক্তা
স্তপোন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালোন যাতোবয়মেব যাতা
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণাবয়মেব জীর্ণাঃ ॥ ৮ ॥

ভোগ করি নাই ভোগে আমরাই ভুক্ত,
তপ করি নাই কিন্তু আমরাই তপ্ত,
যায় নাই কাল কিন্তু আমরাই গত,
তৃষ্ণা জীর্ণ নহে সুধু মোরা জর্জ্জরিত ॥ ৮ ॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং
পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে
তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥ ৯ ॥

বলিমাংসে আক্রমণ করেছে বদন,
মস্তকে ধবল কেশ হয়েছে শোভন,
শিথিল হতেছে ক্রমে অঙ্গ সমুদয়,
আশারি কেবল দেখি নব অভ্যুদয় ॥ ৯ ॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদোজীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ ॥ ১০ ॥

বিষয় ভোগেতে ইচ্ছা হয়েছে বিরত,
পুরুষাভিমান ক্রমে হইতেছে গত,
প্রাণসম মিত্রগণ গত লোকান্তরে,
অশক্ত হইয়া চলি যষ্টি লয়ে করে,
আঁধারে আবৃত দুটি হয়েছে নয়ন,
তথাপি এদেহ ভীত ভাবিয়া মরণ ॥ ১০ ॥

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতাবিশুদ্ধমনসোনন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥ ১১ ॥

তৃষ্ণার তরঙ্গ ভরা আশা নামে নদী,
মনোরথ জল পূর্ণ, রাগ নক্র আদি,
কুতর্ক বিহগ, ধর্ম্মদ্রুম ধ্বংস কর,
মোহের আবর্ত্ত তথা দুর্গম দুস্তর,
অত্যুচ্চ চিন্তার তট শোভে দুইধারে,
আনন্দ লভয়ে যোগী গিয়া তার পারে॥ ১১॥

বিষয়-পরিত্যাগ-বিড়ম্বনা।

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়াঃ
বিয়োগে কোভেদস্ত্যজতি ন জনোযৎস্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃস্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ংত্যক্তাস্ত্বেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি॥ ১২॥

বহুকাল স্থায়ী হলেও বিষয়,
অবশ্যই তার হইবে বিলয়,
কেন নাহি করে তাহে পরিহার,
প্রভেদ কি আছে বিয়োগে তাহার,
নিজে হলে ক্ষয় বিষয় সকল,
পরিতাপে মন করয়ে বিকল,
কিন্তু যদি তারে পারে ত্যজিবারে,
তাহাই দেয়ত সুশান্তি তাহারে॥ ১২॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্ম্মলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করং
যন্মুঞ্চন্ত্যপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততোনিস্পৃহাঃ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়া
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি পরিত্যক্তুম্ন শক্তাবয়ম্॥ ১৩॥

ব্রহ্ম জ্ঞান বিবেকেতে পূতচিত যাঁরা,
কি দুষ্কর কর্ম্ম সদা করিছেন তাঁরা,
উপভোগ যোগ্য ধন নিকটে লভিয়া,
পরিত্যাগ করিছেন নিস্পৃহ হইয়া,
কিন্তু মোরা যেই ধন প্রাপ্ত হই নাই,
এখন ত নাই, পরে পাই কি না পাই,
কেবল পাইব বলি, আশার আশায়,
পরিত্যাগ করিবারে পারি না তাহায় ॥ ১৩ ॥

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃপরং ধ্যায়তা
মানন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনানিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ ।
অস্মাকন্তু মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃপরং ক্ষীয়তে ॥ ১৪ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধ্যানে হইয়া মগন,
পর্ব্বত কন্দরে সাধু করেন যাপন,
নিঃশঙ্ক হইয়া অঙ্কে বসি পক্ষিগণে,
পান করে আনন্দাশ্রু হরষিত মনে,
কিন্তু মোরা কল্পনায় সরোবর তীরে,
বিলাস কানন, সৌধ করি ধীরে ধীরে,
আয়াস কৌতুক কত করিয়া সঞ্চয়,
অনর্থক পরমায়ু করিতেছি ক্ষয় ॥ ১৪ ॥

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলশাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্ ।

স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্দ্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যংরূপংকবিবরবিশেষৈর্গুরুকৃতম্ ॥ ১৫ ॥

মাংস পিণ্ড স্তন, স্বর্ণ কুম্ভ সম,
লালাপূর্ণ মুখে চাঁদের তুলন,
করি শুণ্ড সহ তুলনা হয়েছে,
মল মূত্র মাখা নারীর জঘন,
অতি নিন্দনীয় রমণীর রূপ,
তাহাত সদাই ঘৃণার আধার,
কল্পনার বলে যত কবিবর,
করেছেন কত গৌরব তাহার ॥ ১৫ ॥

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনোনিজদেহমাত্রম্ ।
বস্ত্রং চ জীর্ণশতখণ্ডমলীনকন্থা
হাহা! তথাপি বিষয়ান্ন পরিত্যজন্তি ॥ ১৬ ॥

একবার রসহীন ভিক্ষান্ন ভোজন,
ধরা শয্যা, নিজদেহ মাত্র পরিজন,
জীর্ণ বস্ত্রে বিরচিত কন্থা মাত্র সার,
বিষয় বাসনা তবু যায় না তাহার ॥ ১৬ ॥

অজানন্মাহাত্ম্যম্পততি শলভস্তীব্রদহনে
সমীনোঽপ্যজ্ঞানাদ্বড়িশযুতমশ্নাতি পিশিতম্ ।
বিজানন্তোঽপ্যেতেবয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃকামানহহ গহনোমোহমহিমা ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞানে পতঙ্গ গিয়া পড়িছে অনলে,
বড়শি সংবিদ্ধ মাংস খায় মৎস্য দলে,
জানি ভাল রূপে মোরা বিপদ সঙ্কুল,
বিষয় সকল যত আপদের মূল,
মোহের মহিমা দেখি কি দুর্জ্জেয় হায়।
জানিয়াও পরিত্যাগ করিনা তাহায়॥ ১৭॥

তুঙ্গংবেশ্ম সুতাঃসতামভিমতাঃসংখ্যাতিগাঃ সম্পদঃ
কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চনবমিত্যজ্ঞানমূঢ়োজনঃ।
মত্বা বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকারাগৃহে
সংদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুরং তদখিলংধন্যস্তু সন্ন্যস্যতি॥ ১৮॥

অত্যুচ্চ ভবন, ধন, সাধু পুত্রগণ,
কল্যাণকারিণী ভার্য্যা, নবীন যৌবন,
এ সকল জগতের নিত্য ভাবি মনে,
সংসার কারায় বদ্ধ যত মূঢ় জনে,
কিন্তু পুণ্যবান্ গণ এ সব দেখিয়া,
করিছেন ত্যাগ তাহা অনিত্য বলিয়া॥ ˙৮॥

যাচ্ঞাদৈন্যদূষণম্।

দীনাংদীনমুখৈঃ স্বকীয়শিশুকৈরাকৃষ্টজীর্ণাম্বরাং
ক্রোশদ্ভিঃক্ষুধিতৈর্নিরন্নজঠরাংপশ্যেন্নচেদ্গেহিনীম্।
যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদ্গদগলোদ্গচ্ছদ্বিলীনাক্ষরং
কোদেহীতিবদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী পুমান্॥ ১৯॥

দেখিতে না হত যদি কাঁদিয়া কাতরে,
শুষ্ক মুখে শিশুগুলি নিরন্ন উদরে,
দুখিনী জননী জীর্ণ বসন ধরিয়া,
ক্ষুধাতুর হয়ে যাচে অন্নের লাগিয়া,
কোন্ জ্ঞানী জন তবে আপন উদর,
ভরণ করিতে বল হইয়া কাতর,
প্রার্থনার ভঙ্গ ভয়ে সদা ভীত মনে,
সম্মত হইত "দেহি" বাক্য উচ্চারণে॥ ১৯॥

অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্রভেদপটীয়সী
গুরুতরগুণগ্রামাম্ভোজস্ফুটোজ্জ্বলচন্দ্রিকা।
বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিদারকুঠারিকা
জঠরপিঠরী দুষ্পূরেয়ং করোতি বিড়ম্বনাম্॥ ২০॥

অভিমত মান গ্রন্থি ভেদে পটুতর,
বিড়ম্বনা করে কত দুষ্পুর উদর,
বহুতর কমনীয় গুণগ্রাম রূপ—
কমল বিকাশে সদা চন্দ্রিকা স্বরূপ,
মহত্ প্রকাশ শীল লজ্জা লতিকার,
সমূলে ছেদন তরে হয়েছে কুঠার॥ ২০॥

পুণ্যগ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছেদপালীং কপালী
মাদায় ন্যায়গর্ভদ্বিজহুতহুতভুগ্ধূমধূম্রোপকণ্ঠম্।
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টোবরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্ত্তো
মানী প্রাণী ধনার্থে ন পুনরনুদিনং তুল্যকুল্যেষু দীনঃ॥ ২১

হোমাগ্নি ধূমেতে ধূম্র সত্য পূর্ণ ধামে,
ব্রাহ্মণ আছেন যথা কাননে বা গ্রামে,
বস্ত্র খণ্ডে বিনির্ম্মিত ভিক্ষা ঝুলি করে,
শ্রেয়ঃ বলি সেই স্থানে গতি ভিক্ষা তরে,
মানী প্রাণী নাথ যুত স্বজন ভবন,
দীন ভাবে ভিক্ষা হেতু যাবে না কখন॥ ২১ ॥

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি
বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি
যৎ সাবমানপরপিণ্ডরতামনুষ্যাঃ॥ ২২ ॥

তরঙ্গিণী সুরধুনী শীকর শীতল,
বিদ্যাধর নিষেবিত চারু শিলাতল,
সেই হিমাচল স্থান প্রলয়ে কি গত ?
তবে কেন সাবমানে পর পিণ্ডে রত॥ ২২ ॥

কিং কন্দাঃ কন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা ? নির্ঝরা বা গিরিভ্যঃ
প্রধ্বস্তাঃ কিং মহীজাঃ সরসফলভৃতোবল্কলিন্যশ্চ শাখাঃ ?
বীক্ষন্তে কিং মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং
দুঃখোপাত্তাল্পবিত্তস্ময়পবনবশান্নর্ত্তিতভ্রূলতানি॥ ২৩ ॥

গিরি গুহা হতে কন্দ হয়েছে কি নাশ ?
নির্ঝর কি গিরি হতে হয়েছে বিনাশ ?
ফলবান্ বৃক্ষ সব হয়েছে কি হীন ?
হয়েছে কি শাখাগুলি বল্কল বিহীন ?

তবে কেন অতি ক্লেশে অর্জ্জিত অর্থের,
গরবে গর্ব্বিত সদা মত্ত দুর্জ্জনের,
নৃত্য করে গর্ব্বভরে যাহে ভ্রূযুগল,
কেন হেরে সে বদন মানব সকল? ॥ ২৩ ॥

পুণ্যৈর্মূলফলৈঃপ্রিয়ৈশ্চসলিলৈর্বৃত্তিংকুরুষ্বাধুনা
ভূশয্যাং নবপল্লবৈর্বিতনুতামুত্তিষ্ঠ যামোবনম্।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকমূঢ়মনসাংতত্রেশ্বরাণাং সদা-
বিত্তব্যাধিবিকারবিহ্বলগিরাং নামাপি ন শ্রূয়তে ॥ ২৪ ॥

খাও এবে ফল মূল, পিয় প্রিয় বারি,
কর ভূমি শয্যা নব পল্লব বিস্তারি,
উঠ চল বন্ধু মোরা যাইব কাননে,
শুনিবনা শুনিবনা কখন সেখানে,
অধম ধনীর নাম, ধন মদে যার,
বিবেক বিহীন চিত্তে হয়েছে বিকার ॥ ২৪ ॥

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥ ২৫ ॥

স্বেচ্ছালব্ধ ফল প্রতি বনে বনে,
প্রদান করিছে যত তরুবর,
স্থানে স্থানে কত সুমিষ্ট শীতল,
বারি পূর্ণ আছে পূত সরোবর,

আছে সুললিত লতিকা পল্লব,
সুখের শয়ন করিতে রচন,
তথাপিও কেন সহিছে সন্তাপ,
দীন ভাবেঁ গিয়া ধনীর ভবন॥ ২৫॥

যে বর্দ্ধন্তে ধনপতিপুরঃপ্রার্থনাদুঃখভাজো
যে চাল্পত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্য্যস্তবুদ্ধেঃ।
তেষামন্তঃস্ফুরিতহসিতং বাসরাণাং স্মরেয়ং
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ॥ ২৬॥

আপন প্রার্থনা করিয়া পূরণ,
ধনীর সকাশে বর্দ্ধিত যাহারা,
আর ধন মদে বিপরীত মতি,
মানবের কাছে লঘু হয় যারা,
সহাস্য অন্তরে সদাই স্মরণ
করিতেছি আমি তাদের সে দিন,
ধ্যান অবসানে গিরি গুহা তলে,
পাষাণ আসনে হয়ে সুখাসীন॥ ২৬॥

ভিক্ষাহারমদৈন্যমপ্রতিহতং ভীতিচ্ছিদং সর্ব্বদা
দুর্ম্মাৎসর্য্যমদাভিমানমথনং দুঃখৌঘবিধ্বংসনম্।
সর্ব্বত্রান্বহমপ্রযত্নসুলভং সাধুপ্রিয়ং পাবনং
শম্ভোঃ সত্রমবার্য্যমক্ষয়নিধিং শংসন্তি যোগীশ্বরাঃ॥২৭॥

অদীন, অপ্রতিহত, ভয়ের নাশক,
মৎসর মত্ততা দুঃখ মান বিঘাতক,

অনায়াস-লভ্য পূত, রতন স্বরূপ,
সাধু-প্রিয় দুঃখহর হরব্রত রূপ,
প্রতিদিন অবারিত ভিক্ষান্ন ভোজন,
প্রশংসা করেন যত শ্রেষ্ঠ যোগিগণ ॥ ২৭ ॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যাভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতংভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥২৮॥

ভোগে রোগ ভয়, কুলে কুল চ্যুতি,
মানেতে দীনতা, বিত্তে নরপতি,
বলে রিপুভয়, সুরূপে তরুণী,
শাস্ত্রে বাদী ভয় খলে ভীত গুণী,
দেহে কাল ভয় ভয় ভবময়,
নর শুধু হয় বিরাগে নির্ভয় ॥ ২৮ ॥

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা যাত্যুত্তমং যৌবনং
সন্তোষোধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ।
লোকৈর্ম্মৎসরিভির্গুণাবনভুবোব্যালৈর্নৃপাদুর্জ্জনৈ-
রস্থৈর্য্যেণ বিভূতয়োঽপ্যুপহতাগ্রস্তং ন কিং কেনবা ॥ ২৯ ॥

গ্রাস করিয়াছে মৃত্যু জীবের জীবন,
জরা গ্রাসে কবলিত উত্তম যৌবন,
গিয়াছে সন্তোষ ধনলালসায় ক্রমে,
কমনীয় কামিনীর মোহন বিভ্রমে,

গিয়াছে সে শান্তিসুখ কিছু নাহি আর,
করেছে শ্বাপদগণ বন অধিকার,
গ্রাস করে গুণরাশি অহংকারিগণ,
অস্থির করিছে নৃপে যতেক দুর্জ্জন,
ঐশ্বর্য্য চঞ্চল হয়ে হতেছে বিনাশ,
কেই বা না কোন্ বস্তু করিতেছে গ্রাস ॥ ২৯ ॥

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্যবিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে
লক্ষীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারাইবহ্যাপদঃ।
জাতংজাতমবশ্যমাশুবিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ
তৎকিং কেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্মিতংসুস্থিরম্ ? ॥ ৩০ ॥

শত শত মানসিক, শারীরিক নানা ব্যাধি,
মানবের স্বাস্থ্য সদা হরে,
সম্পত্তি যেখানে আছে, মুক্ত দ্বার দিয়া যেন,
বিপত্তি প্রবেশ তথা করে,
জনম লভেছে যেই, মরণ ত তাহাকেই,
আপন আয়ত্ত আশু করে,
অতএব নিরমিল, স্বেচ্ছাচারী সে বিধাতা,
কোন্ বস্তু চিরদিনতরে ? ৩০ ॥

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গতুল্যতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেবদিনানি যৌবনসুখংস্ফূর্ত্তিঃক্রিয়াসু স্থিতা ॥
তৎসংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধা বুধাবোধকা
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্ ॥ ৩১ ॥

অত্যুচ্চ তরঙ্গ তুল্য অতীব চঞ্চল,
বিষয়ের ভোগ আর জীবন সকল,
যৌবনের সুখ সে ত স্বল্প দিন তরে,
স্ফূর্ত্তি মাত্র কার্য্যেতেই অবস্থিতি করে,
সংসার অসার বলি করিয়া যতন,
বুঝাইয়া দেও সবে ওহে বুধগণ ॥ ৩১ ॥

ভোগামেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলা
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলোচ্ছিন্নাম্বুবদ্‌ভঙ্গুরম্‌।
লোলাযৌবনলালসাস্তনুভৃতামিত্যাকলয্য দ্রুতং
যোগে ধৈর্য্যসমাধিসিদ্ধিসুলভে বুদ্ধিং বিদদ্ধ্বং বুধাঃ ॥ ৩২ ॥

মেঘ মাঝে যথা, চঞ্চল চপলা,
অস্থির সেরূপ, বিষয় সকল,
বায়ু বিতাড়িত- মেঘ খণ্ড চ্যুত-
বারি বিন্দু সম, আয়ু অবিকল,
শরীরি দিগের, যৌবন লালসা,
তাহাও ত দেখি, অতীব চঞ্চল
দেখি তাই, ধৈর্য্য— ধ্যান লভ্য যোগে,
রাখ সদা মন, হে বুধ সকল ॥ ৩২ ॥

আয়ুঃকল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রী-
রর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পাঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমাভোগপূগাঃ।
কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎপ্রিয়াভিঃ প্রণীতং
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তাভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং তরন্তঃ ॥৩৩॥

তরঙ্গের তুল্য সদা চঞ্চল জীবন,
কিছু দিন তরে মাত্র সুন্দর যৌবন,
বরিষার কালে চলে চপলা যেমন,
বিষয়ের ভোগ যত চপল তেমন,
মনের কল্পনা সম অর্থ সমুদয়,
প্রেয়সীর আলিঙ্গন (ও) অত্যল্প সময়,
অতএব হে মানব! সংসার সাগর
তরিবারে ব্রহ্মে মন সমর্পণ কর ॥ ৩৩ ॥

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যেনিয়মিততনুভিঃস্থীয়তে গর্ভবাসে
কান্তাবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমে যৌবনে চোপভোগঃ।
বামাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতির্বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ
সংসারে রে মনুষ্যাবদত যদি সুখংস্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৪ ॥

অতিক্লেশে অবস্থিতি অতি ক্ষুদ্র দেহে,
নরক সদৃশ অপবিত্র গর্ভ গেহে,
প্রিয়ার বিরহ পরে যৌবন সময়,
অবজ্ঞাও পরিহাস বামাঙ্গনাচয়
করে জরাগ্রস্ত হলে, তাই বলি নর,
সংসারে কি সুখ আছে বল অতঃপর ॥ ৩৪ ॥

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রবইব প্রহরন্তি দেহে।
আয়ুঃপরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্‌ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাঘ্রীসম জরা অগ্রে করিছে গর্জ্জন,
প্রহার করিছে ব্যাধি শত্রুর মতন,
শত ছিদ্র কুম্ভ হতে বারি নিঃসরণ
হয় যথা, সেই মত ক্ষরিছে জীবন,
কি আশ্চর্য্য! তথাপিও মূঢ় লোক যত,
অন্যায় আচারে দেখি নিয়ত নিরত ॥ ৩৫ ॥

ভোগাভঙ্গুরবৃত্তয়োবহুবিধাস্তৈরেব চায়ন্তবঃ
তৎকস্যেহ কৃতে পরিভ্রমত হেলোকাঃ কৃতং চেষ্টিতৈঃ।
আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং
কাম্যোৎপত্তিবশে স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ ॥ ৩৬ ॥

বিষয়ের ভোগ ক্ষণ-ভঙ্গুর সতত,
তাহাতেই এ সংসার রয়েছে বিতত,
কেন হে মানব! তাহে করিছ ভ্রমণ,
বৃথায় এখানে আর নাহি প্রয়োজন,
শ্রদ্ধা যদি থাকে তব মোদের কথায়,
মনকে নির্ম্মল করি ত্যজি বাসনায়,
সমুদয় কামনার আশ্রয় স্বরূপ,
লভহ আশ্রয় সেই পর-ব্রহ্মরূপ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মেন্দ্রাদিমরুদ্গণাংস্তৃণগণান্ যত্রস্থিতোমন্যতে
যচ্ছাপাদ্বিরসা ভবন্তি বিবিধাস্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ।
বোধঃ কোঽপি স এক এব পরমো নিত্যোদিতোজৃম্ভতে
ভোঃ সাধো! ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে রতিং মাকৃথাঃ ॥ ৩৭ ॥

যাঁহার আশ্রয়ে সদা হলে অবস্থান,
ব্রহ্মা আদি দেবে হয় তৃণসম জ্ঞান,
যিনি রুষ্ট হলে নষ্ট ত্রিলোক রাজত্ব,
বাক্যাতীত জ্ঞানরূপ স্বপ্রকাশ সত্য,
সর্ব্বে বিরাজিত যিনি তাঁহারে ত্যজিয়া,
বিনষ্ট হ'ওনা সাধু বিষয়ে মজিয়া ॥ ৩৭ ॥

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃসামন্তচক্রঞ্চ তৎ
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষত্তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উন্মত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ
সর্ব্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩৮ ॥

সুরম্য নগরী সেই,	নরপতি মহাবলী,
পার্শ্বে উপবিষ্ট যত,	সেই সামন্ত মণ্ডলী,
সেই সে পণ্ডিত সভা,	সেই চন্দ্রাননা নারী,
সেই মত্ত রাজপুত্র,	সেই স্তুতিবাদকারী,
প্রবন্ধ তাদের সব,	পতিত কবলে যার,
করি সেই মহাকালে,	কর যোড়ে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥

যত্রানেকঃক্বচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো
যত্রাপ্যেকস্তদনুবহবস্তত্র নৈকোঽপি চান্তে।
ইত্থঞ্চেমৌ রজনিদিবসৌ দোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ
কালঃকাল্যা ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিসারৈঃ॥ ৩৯ ॥

অনেকের স্থিতি আছিল যথায়,
একের বসতি এখন তথায়,
একজন মাত্র ছিল যেই স্থানে,
বহু লোক রহে এখন সেখানে,
রহিবে না কিন্তু অন্তে এক জন,
জগতেরে করি ছকের রচন,
দিবারাত্রি পাশা করি আন্দোলন,
প্রাণি-রূপ ঘুঁটী করিয়া গঠন,
মহাকাল বসি একনিষ্ঠ মনে,
খেলিছেন পাশা মহাকালী সনে॥ ৩৯॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং
ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্যভারগুরুভিঃকালোন বিজ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতঞ্জগৎ॥ ৪০॥

আদিত্যের উদয়াস্তে নিত্য আয়ুক্ষয়,
বহু কার্য্যে লিপ্ত হয়ে জ্ঞাত তাহা নয়,
ভয় নাই কারো হেরি জন্ম মৃত্যু জরা,
উন্মত্ত জগত পিয়া মায়ার মদিরা॥ ৪০॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ সএবদিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতং প্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈরিত্থম্বিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতাবয়মহো মোহং ন জানীমহে॥ ৪১॥

যেই দিবা রাত্রি হইতেছে গত,
পুনরায় হেরি তাহাই আগত,
নব নব ভাবে তবু জীবগণে,
এ'কি কায সদা করে এক মনে,
এইরূপ বৃথা প্রতারিত সবে,
বুঝিতে না পারি অবিদ্যা প্রভাবে ॥ ৪১ ॥

নধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে
স্বর্গদ্বারকপাটপাটনপটুর্ধর্ম্মোঽপি নোপার্জ্জিতঃ।
নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারাবয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সংসার নিবৃত্তি তরে মহেশ চরণ,
যথাবিধি ধ্যান মোরা করিনি কখন,
করিবারে স্বরগের দ্বার উদ্ঘাটন,
করি নাই কভু মোরা ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
কামিনীর পীন কুচ, উরু যুগ ঘন,
স্বপনেও আলিঙ্গন করিনি কখন,
জননী-যৌবন-বন ছেদ করিবারে,
কেবল কুঠার মোরা হয়েছি সংসারে ॥ ৪২ ॥

নাভ্যস্তা ভুবি বাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা
খড়্গাগ্রৈঃকরিকুম্ভপীঠদমনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ।
কান্তাকোমলপল্লবাধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে
তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ ॥ ৪৩ ॥

বিনীত জনের যোগ্য বাদি দমনের বিদ্যা
না শিখিনু আসিয়া সংসারে,
করিঘাতী খড়গের সহায়ে না লাভ হ'লো,
সুর পুরে কীর্ত্তি ঘোষিবারে,
কমনীয় কামিনীর অধর পল্লব সুধা
চন্দ্রোদয়ে না করিনু পান,
শূন্য গৃহে দীপ সম আমাদের এ যৌবন,
বিফলেই করিল প্রয়াণ॥ ৪৩॥

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তঞ্চ নোপার্জিতং
শুশ্রূষাপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিতা।
আলোলায়তলোচনাযুবতয়ঃ স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোঽয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রেষিতঃ॥ ৪৪॥

অকলঙ্ক বিদ্যালাভ, ধন উপার্জ্জন,
এক মনে কভু পিতা মাতার সেবন,
আয়ত-নয়না যুবতীকে আলিঙ্গন,
স্বপনেও দেখে ভাগ্যে হ'লনা কখন,
কেবল বায়স সম পরান্ন ভোজন—
লোলুপ হইয়া কাল করিনু যাপন॥ ৪৪॥

বয়ংযেভ্যোজাতাশ্চিরপরিগতা এব খলু তে
সমা যেচাস্মাকং স্মৃতিবিষয়তাং তেঽপি গমিতাঃ।
ইদানীমেতে স্মঃ প্রতিদিবসমাপন্নপতনা
গতাস্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ॥ ৪৫॥

যাঁহাদের হতে মোরা হইয়াছি জাত,
তাঁহারা ত বহুদিন হয়েছেন গত,
এখন মোদের সমবয়স্ক যাঁহারা,
কেবল স্মৃতির পথে রয়েছেন তাঁরা,
প্রতিক্ষণ আমাদের নিকট মরণ,
বালুময় নদীতীরে তরুর মতন ॥ ৪৫ ॥

আয়ুর্ব্বর্ষশতংনৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং গতং
তস্যার্দ্ধস্য পরস্যচার্দ্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যংকুতঃ প্রাণিনাম্ ॥ ৪৬ ॥

মানবের আয়ু বর্ষ পরিমাণ শত,
অর্দ্ধেক তাহার হয় নিদ্রাতেই গত,
অর্দ্ধেকের অর্দ্ধ যায় বাল বৃদ্ধ কালে,
অবশিষ্ট যাহা তাহা ব্যাধির কবলে,
পরসেবা দুঃখ আর বিয়োগেতে যায়,
চঞ্চল জীবনে সুখ-সম্ভোগ কোথায় ॥ ৪৬ ॥

ক্ষণং বালোভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নটইব বলীমণ্ডিততনুঃ
নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্ ॥ ৪৭ ॥

বালক কখন কখন বা যুবা,
ধনবান্ কভু নির্ধন কভু বা,
জরা-জীর্ণ দেহে নর অবশেষে,
নট সম নৃত্য করি নানা বেশে,
যমালয় রূপ নাটক শালায়,
যবনিকা মাঝে কোথায় লুকায় ॥ ৪৭ ॥

যতিনৃপতি-সংবাদঃ ।

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়োদিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ ।
ইত্থংমানধনাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং
যদ্যস্মাসু পরাঙ্মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততোনিস্পৃহাঃ ॥ ৪৮ ॥

রাজা বলে তুমি হয়েছ উন্নত,
গুরুদত্ত জ্ঞানে মোরা নহি নত,
হয়েছ বিখ্যাত হয়ে নরপতি,
গাইতেছে কবি মোদেরো সুখ্যাতি,
এরূপ প্রভেদ ধনেতে মানেতে,
আছে বটে দেখি তোমাতে আমাতে,
বিমুখ যদ্যপি হও আমা প্রতি,
আমরাও কিন্তু স্পৃহা হীন অতি ॥ ৪৮ ॥

অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা
মণৌ বা লোষ্ট্রে বা কুসুমশয়নে বা দৃষদি বা ।
তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশোযান্তি দিবসাঃ
ক্বচিৎ পুণ্যেঽরণ্যে শিব-শিব-শিবেতি প্রলপতঃ ॥ ৪৯ ॥

সর্পেতে হারেতে শত্রুতে মিত্রেতে
　　রতনে কিম্বা মাটিতে,
পুষ্পের শয্যায় অথবা শিলায়
　　তৃণেতে কিম্বা নারীতে,
তুল্য ভাবি মনে পবিত্র কাননে
　　পশিয়া আমার কবে,
করি অবিরাম শিব শিব নাম
　　সুখেতে দিবস যাবে ॥ ৪৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ
পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি
কর্ম্ম-নির্ম্মূল্‌ন-ক্ষমঃ ॥ ৫০ ॥

কবে আমি হব　　শান্ত দিগম্বর,
একাকী নিস্পৃহ,　　পাত্র হবে কর,
শম্ভু ! কবে হবে　　সেদিন আগত,
নির্ম্মূল করিব　　পাপ পূণ্য যত ॥ ৫০ ॥

পাণিংপাত্রয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষ্যেণ সন্তুষ্যতাং
যত্র ক্বাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্ ।
অত্যাগেহপিতনোরখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃহাং
মর্ত্ত্যঃ কোপি শিবপ্রসাদসুলভঃ সম্পৎস্যতে যোগিনাম্ ॥৫১॥

পানিদ্বয় পান পাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন,
নিরন্তর তৃণ যুক্ত ক্ষেত্র দরশন,
তুষ্টমনে বসিছেন যেখানে সেখানে,
বাঞ্ছা সদা পূর্ণানন্দময় ব্রহ্ম জ্ঞানে,
হেন সাধুগণ মাঝে কোন মহাজন
লভে শিব কৃপা, দেহ নাহতে পতন ॥ ৫১ ॥

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপিচ গিরামীশ্মহে যাবদর্থং
শূরস্ত্বং বাদিদর্পজ্বরশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবংমে।
সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামাঃ
ময্যপ্যাস্থা ন তে চেৎ ত্বয়ি মম নিতরামেব রাজন্ গতাসীৎ ॥৫২॥

তুমি হে রাজন্! বটে ঈশ্বর ধনের ;
আমরাও রাজা বটি সদা সুবাক্যের,
শূর তুমি ; কিন্তু মোরা বাদী দর্পজ্বর,
ধ্বংস করিবার তরে সদাই তৎপর,
ধনিগণ সেবা সদা করিছে তোমারে,
মনের মালিন্য নাশ করিবার তরে,
শাস্ত্র উপদেশাবলি শ্রবণেচ্ছুগণ,
আসিয়া আমারো তারা করিছে সেবন,
মোর প্রতি যদি তব আস্থা নাহি হয়,
আমারো তোমার প্রতি নাহিক নিশ্চয় ॥ ৫২ ॥

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ।

স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ ॥ ৫৩ ॥

পরিতুষ্ট মোরা বল্কল বসনে,
পট্টবস্ত্র তব তৃপ্তি দেয় মনে,
সন্তোষের তরে নাহি ভেদাভেদ,
ভেদ জ্ঞানই মাত্র করিছে প্রভেদ,
সেইত দরিদ্র দারুণ পিপাসা,
সদাই যাহার পূরেনাক আশা,
মন পরিতুষ্ট হইয়াছে যার,
ধনী কি দরিদ্র সম কাছে তার ॥ ৫৩ ॥

ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং
শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলে চ।
ধনলবমধুপানভ্রান্তিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্
অবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জ্জনানাম্ ॥ ৫৪ ॥

অশনের তরে আছে কত মিষ্ট ফল,
পান করিবারে আছে সুশীতল জল,
শয়নের তরে আছে বিশাল ভূতল,
পরিধান তরে আছে বল্কল যুগল,
ধন-মদ পিয়া সদা মত্ত যেই জন,
ঔদ্ধত্য তাহার সহ্য করিনা কখন ॥ ৫৪ ॥

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষা
মাশাবাসো বসীমহি।

শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে
কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ভিক্ষান্ন ভোজন, ভূতলে শয়ন,
দিগম্বর সদা থাকি,
ধনীর দুয়ারে, যাব কোন্ তরে,
প্রয়োজন আছে বা কি ॥ ৫৫ ॥

ন নটা ন বিটা ন গায়কা
ন চ তথ্যেতরবাদিতৎপরাঃ।
নৃপসংসদি নাম কে বয়ং
স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ ॥ ৫৬ ॥

নর্ত্তক গায়ক নহি নহি ধূর্ত্তজন,
পীনস্তনী যুবতীও নহি কদাচন,
মোরা নহি পটু কভু অসভ্য কথায়,
তাই বলি নাই স্থান নৃপতি সভায় ॥ ৫৬ ॥

বিপুলহৃদয়ৈরীশৈঃ কৈশ্চিজ্জগজ্জনিতং পুরা
বিধৃতমপরৈর্দত্তং চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা।
ইহ হি ভুবনান্যন্যে বীরাশ্চতুর্দশ ভুঞ্জতে
কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥ ৫৭ ॥

পুরাকালে কোন এক পুরুষ প্রধান,
করেছেন বটে এই জগত নির্ম্মাণ,
পালন করেন কেহ কেহ জয় করি,
অর্থিকে করেন দান তৃণ সম হেরি,

কোন কোন মহাবলী পুরুষ এখন,
ভোগ করিছেন লয়ে এ চৌদ্দ ভূবন,
কি কারণে নরগণ করে অহংকার,
কতিপর নগরের পেয়ে অধিকার ॥ ৫৭ ॥

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি ন যাতং নৃপশতৈঃ
ভুবস্তস্যা লাভে ক ইহ বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাম্।
তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়বলেশেঽপি পতয়ো
বিষাদে কর্ত্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্ ॥ ৫৮ ॥

ক্ষণমাত্র ধরা ভোগ না করিয়া কত,
শত শত নরপতি হয়েছেন গত,
সেই ধরা যদি কেহ অধিকার করে,
এত কি সম্মান তাহে বাড়িবারে পারে?
শতাংশের এক অংশ লভিয়া ধরায়,
উচিত তাহার হওয়া দুঃখিত তাহায়,
তদ্বিপরীতে কিন্তু যত মূর্খগণ,
বিষাদ ত্যজিয়া হয় আনন্দে মগন ॥ ৫৮ ॥

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহুধা
প্রসাদং কিম্নেতুং দিশসি হৃদয়! ক্লেশমফলম্।
প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তামণিগুণে
বিবিক্তে সঙ্কল্পে কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে ॥ ৫৯ ॥

কেন মন প্রতিদিন পর প্রত্যাশায়,
পরসেবা করি ক্লেশ পাইছ বৃথায়,

তুমি নিজে শান্ত হ'লে হইবে অমনি,
উদয় হৃদয়ে গুণ রূপ চিন্তামণি,
সেগুণ হৃদয়ে তব হইবে যখন,
কোন্ অভিলাষ তব রবে অপূরণ ॥ ৫৯ ॥

পরিভ্রমসি কিং বৃথা ক্বচন চিত্তং বিশ্রাম্যতাং
স্বয়ম্ভবতি যদ্যথা ভবতি নান্যথা তত্তথা।
অতীতমপি ন স্মরন্নাপি চ ভাব্যং সঙ্কল্পয়ন্
অতর্কিতগমাগমানন্নুভবস্ব ভোগানিহ ॥ ৬০ ॥

হে মন! বৃথায় কেন করিছ ভ্রমণ,
বিশ্রাম করহ স্থান করি নিরূপণ,
যা হবার হবে তাহা আপনি ঘটন,
অন্যথা তাহার কিছু হবেনা কখন,
ভাবি অতীতের চিন্তা করি পরিহার,
ভোগ কর বর্ত্তমান সময় তোমার,
করিতে কেহই স্থির পারেনা মনেতে,
বিষয়ের স্থিতি কিম্বা অস্থিতি অগ্রেতে ॥ ৬০ ॥

এতস্মাদ্বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকাদাশ্রয়াৎ
শ্রেয়োমার্গমশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ।
আত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং মতিং
মাভূয়োভজ ভঙ্গুরাস্তবরতিং চেতঃ! প্রসীদাধুনা ॥ ৬১ ॥

ভোগ্যবস্তু পরিপূর্ণ আয়াসের স্থান
হইতে, এখনি মন করহ প্রস্থান,

করিতে অশেষ দুঃখ সত্বর দমন,
কর সেই মুক্তি পথে আশ্রয় গ্রহণ,
আত্মভাব প্রাপ্ত হও শীঘ্র আপনার,
তরঙ্গ চঞ্চলা বুদ্ধি কর পরিহার,
হও সুপ্রসন্ন মন তুমি হে এখন,
সংসারে আসক্তি যেন হয় না কখন ॥ ৬১ ॥

মোহং মার্জয়তামুপাশ্রয়রতিং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণৌ
চেতঃ ! স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবি ব্যাসঙ্গমঙ্গীকুরু।
কো বা বীচিষু বুদ্বুদেষু চ তড়িল্লেখাসু চ শ্রীষু চ
যানাগ্রেষু চ পন্নগেষু চ সরিদ্বর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্যজ মায়া কর তাঁর আশ্রয় গ্রহণ,
শিরে যাঁর অর্দ্ধচন্দ্র হয়েছে ভূষণ,
সুরতরঙ্গিণী তীরে করহ নিবাস,
বিদ্যুৎ রেখায় কোথা কে করে বিশ্বাস,
তরঙ্গে, বিভবে তথা যান-অগ্রভাগে,
তরঙ্গিণী, জলবিম্ব অথবা পন্নগে ॥ ৬২ ॥

চেতশ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া
ভূপালভ্রূকুটীকুটীরবিহরব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্।
কন্থাকঞ্চুকিতাঃ প্রবিশ্য ভবনদ্বারে চ বারাণসী—
রথ্যাপঙ্‌ক্তিষু পাণিপাত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে ॥৬৩॥

ভূপাল ভ্রূভঙ্গি রূপ মন্দিরে বিহরে
বারাঙ্গনাকুল যথা চপল অন্তরে,

সেরূপ চঞ্চল বিত্তে একবারো মন,
চিরস্থায়ী ভাবি চিন্তা করো না কখন,
আমি তাই বারাণসী পথে প্রতি ঘরে,
কন্থাধারী হয়ে ভিক্ষা মাগি যুক্তকরে॥ ৬৩॥

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাল্লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্।
যদ্যস্ত্যেবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নোচেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ॥ ৬৪॥

পুরোভাগে হয় যদি সুমধুর গান,
দাক্ষিণাত্য কবি থাকে পার্শ্বে বিদ্যমান,
চামরধারিণী-নারী-হস্তের বলয়,
তোমার পশ্চাতে যদি ঝনৎকার হয়,
তাহলে সংসার সুখ ভোগ কর মন,
নতুবা ঈশ্বর ধ্যানে হও হে মগন॥ ৬৪॥

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃকিম্?
ন্যস্তংপদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্?।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং?
কল্পং স্থিতাস্তনুভৃতাস্তনবস্ততঃকিম্? ॥ ৬৫॥

কি হয়! পাইলে বিত্ত কামসিদ্ধিকারী,
কিবা হয়! পদাশ্রিত হ'লে যত অরি,
বান্ধবে করিলে ধনী কিবা তাহে হয়,
কি হইবে দেহ যদি চিরকাল রয়॥ ৬৫॥

ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং
স্নেহো ন বন্ধুষু চ মন্মথজা বিকারাঃ ॥
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তাঃ
বৈরাগ্যমস্তি কিমতঃপরমর্থনীয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

ঈশ্বরে ভকতি, জন্ম মৃত্যু ভয় মনে,
মমতা বিহীন সদা আত্মীয় স্বজনে,
বিষয় বিরাগ, কাম বিকার বিহীন,
সঙ্গদোষহীন সেই বিজন বিপিন,
এ সকল বর্ত্তমান থাকে যদি কাছে,
আর কোন্ বস্তু তবে প্রার্থনীয় আছে ? ॥ ৬৬ ॥

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাসি
তদ্‌ব্রহ্মচিন্তয় কিমেভিরসদ্বিকল্পৈঃ।
যস্যানুসঙ্গিন ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতাভবন্তি ॥ ৬৭ ॥

জনম মরণ শূন্য স্বপ্রকাশমান,
অতএব কর সেই পরব্রহ্ম ধ্যান,
কি হইবে এ সকল মিথ্যা কল্পনাতে,
হীনজনে সেবা করি ভুবন লাভেতে,
বিষয়ের ভোগ আদি যাহা কিছু আছে,
তাঁহারি অধীন হ'য়ে সকলি রয়েছে ॥ ৬৭ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্মণ্ডলং ভ্রমসি মানস ! চাপলেন।

ভ্রান্ত্বাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি কেন ॥ ৬৮ ॥

প্রবেশ করিছ মন কথন পাতালে,
করিছ গমন কভু গগন মণ্ডলে,
ভ্রমিতেছ চারিদিকে কিন্তু কদাচিত,
ভ্রমেও ভাবনা ব্রহ্ম যিনি তব হিত
করিছেন নিরন্তর, কেমনে হে তবে,
চির শান্তি সুখে মন সুখী তুমি হবে ॥ ৬৮ ॥

নিত্যানিত্য বিচারঃ।

কিং বেদৈঃ স্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈর্ম্মহাবিস্তরৈঃ
স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্ম্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ।
মুক্ত্বৈকং ভবদুঃখভাররচনাবিধ্বংসকালানলং
স্বাত্মানন্দপদপ্রকাশকলনং শেষাবণিগ্‌বৃত্তয়ঃ ॥৬৯॥

কি হইবে শ্রুতি আদি পুরাণ পঠনে,
ক্ষুদ্র স্বর্গ প্রাপ্তি কর কর্ম্মের সাধনে,
কালানল সম সংসারের দুঃখ ভার,
বিনাশ করেন যিনি ঈশ্বর অপার,
আনন্দের প্রকাশক তাঁহাকে ত্যজিয়া,
আর সমুদয় জান বাণিজ্য বলিয়া ॥৬৯॥

গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টাচ দন্তাবলী
দৃষ্টির্নশ্যতি বর্দ্ধতে বধিরতা বক্ত্রঞ্চ লালায়তে।

বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্য্যা ন শুশ্রূষতে
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোঽপ্যমিত্রায়তে ॥৭০॥

শরীর সঙ্কোচ গতি হয়েছে স্খলিত,
দৃষ্টিহীন আঁখি, দন্ত হয়েছে পতিত,
লালা পরিপূর্ণ মুখ, বধির শ্রবণ,
আত্মীয় স্বজন নাহি করে সম্ভাষণ,
অনাত্মীয় ব্যবহার হয় সন্তানের,
শুশ্রূষা না করে ভার্য্যা, কি দুঃখ বৃদ্ধের ॥৭০॥

বর্ণং সিতং পরিকলয্য শিরোরুহাণাং
স্থানং জরাপরিভবস্য তদেব পুংসাম্।
আরোপিতাস্থিশকলং পরিহৃত্য যান্তি
চণ্ডালকূপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ ॥৭১॥

স্থবিরের শুক্ল কেশ হেরিয়া নয়নে,
অস্থি পূর্ণ চণ্ডালের কূপ সম জ্ঞানে,
পলায় তরুণী দূরে ত্যজিয়া তাহারে,
ইহা হতে দুরবস্থা কিবা হতে পারে ॥৭১॥

যাবৎস্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়োনায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নোমহান্
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপ-খনন-প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥৭২॥

শরীর নীরোগ সুস্থ থাকয়ে যাবত,
বৃদ্ধত্ব না যতদিন হয় সমাগত,
অব্যাহত থাকে ইন্দ্রিয়ের শক্তিচয়,
যাবত নাহিক ঘটে জীবনের ক্ষয়,
তাবত মঙ্গল নিজ কর বুধগণ,
পুড়িলে ভবন বৃথা কূপের খনন ॥৭২॥

তপস্যন্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং
গুণোদারান্দারানুত পরিচরামঃ সবিষয়ান্।
পিবামঃ শাস্ত্রৌঘানুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্
ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে ॥ ৭৩ ॥

তপস্যায় রত হয়ে গঙ্গাতীরে বাস,
করি কিম্বা গুণবতী ভার্য্যা সহবাস,
বিষয়ের সহ কিম্বা শাস্ত্র আলাপন,
করি সদা কিম্বা করি কাব্য আস্বাদন,
ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী মানব জীবনে,
কি বা যে করিব তাহা জানি নাক মনে ॥৭৩॥

দুরারাধ্যঃ স্বামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভুজো
বয়ঞ্চ স্থূলেচ্ছাঃ সুমহতি পদে বদ্ধমনসঃ।
জরা দেহে মৃত্যুর্হরতি দয়িতং জীবিতমিদং
সখে নান্যৎ শ্রেয়ো জগতি বিদুষামত্র তপসঃ ॥৭৪॥

তুরগের সম চল-চিত্ত নরপতি,
দুরারাধ্য প্রভু মোর উচ্চপদে রতি,
বার্দ্ধক্য শরীরে এবে, এ প্রিয় জীবন
শমন আসিয়া সদা করিছে হরণ,
অতএব ওহে সখা ! দেখি এ জগতে,
মঙ্গল কারক কিছু নাহি তপ হতে ॥৭৪॥

রম্যং হর্ম্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রাব্যং ন গেয়াদিকং
কিম্বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে।
কিন্তু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তোবনান্তং গতাঃ ॥৭৫॥

নহে কিবা বাস যোগ্য রম্য ক্রীড়া ঘর,
নহে কিবা গীত বাদ্য শ্রুতি-সুখকর ;
নহে কিবা অতি প্রিয় প্রিয়া-সমাগম,
ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ইহা দীপ শিখা সম,
চঞ্চল যে পতঙ্গের পক্ষের তাড়নে,
জানি তাই বুধগণ প্রবেশে কাননে ॥ ৭৫ ॥

শিবার্চন পদ্ধতিঃ।

আসংসারং ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাত ! তাদৃক্
নৈবাস্মাকংনয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতোবা।
যোঽয়ং ধত্তে বিষয়করিণীগাঢ়গূঢ়াভিমান-
ক্ষীবস্যান্তঃকরণকরিণঃ সংযমালানলীলাম্ ॥ ৭৬ ॥

স্বৃষ্টি কাল হতে মোরা ভ্রমি ত্রিভুবনে,
পড়িল না হেন জন শ্রবণে নয়নে,
বিষয়করিণী সহ গাঢ় আলিঙ্গনে,
উন্মত্ত যে মনঃকরী বেঁধেছে আলানে ॥ ৭৬ ॥

জীর্ণাএব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতঞ্চ তদ্ যৌবনং
হন্তাঙ্গেষু গুণাশ্চ বন্ধ্যফলতাং যাতাগুণজ্ঞৈর্বিনা।
কিং যুক্তং সহসাভ্যুপৈতি বলবান্ কালঃ কৃতান্তোঽক্ষমী
নধ্যাতং মদনান্তকাঙ্ঘ্রিযুগলং মুক্তেস্তু নান্যা গতিঃ ॥৭৭॥

বিরত সে মনোরথ, যৌবন হয়েছে গত,
অঙ্গে বিনা গুণগ্রাহী জন,
হতেছে গুণ বিফল, এখন কি করা ভাল,
সদা মনে তাহাই চিন্তন,
ক্ষমাহীন সুদুরন্ত, বলবান্ সে কৃতান্ত,
উপনীত হতেছে হেথায়,
শঙ্করের শ্রীচরণ, কভুনা করিনু ধ্যান,
মুক্তি হেতু কি আছে উপায় ॥ ৭৭ ॥

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥ ৭৮ ॥

জগতের অধীশ্বর পন্নগ ভূষণে,
সংসারের অন্তরাত্মা কিম্বা নারায়ণে,
ভেদ জ্ঞান নাই, তবু সে চন্দ্র ভূষণে
অচলা ভকতি মোর রহিয়াছে মনে ॥ ৭৮ ॥

স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে ক্বাপি পুলিনে
সুখাসীনাঃ শান্তধ্বনিষু রজনীষু দ্যুসরিতঃ।
ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ শিবশিবশিবেত্যুচ্চবচসঃ
কদা গাস্যামোঽন্তর্গতবহুলবাষ্পাকুলদৃশঃ ॥ ৭৯ ॥

কৌমুদী ভূষিত শুভ্র গঙ্গার পুলিন,
নিঃশব্দ নিশীথে সেথা হয়ে সুখাসীন,
বিষয়ে বিরক্ত হয়ে অশ্রু অবিরাম,
নয়নে ঝরিবে কবে করি শিব নাম ॥ ৭৯ ॥

বিতীর্ণে সর্ব্বস্বে তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়া-
স্তরন্তঃ সংসারং বিরসপরিণামাবধিগতম্।
কদা পুণ্যারণ্যে পরিগতশরচ্চন্দ্রকিরণা-
স্ত্রিযামা নেষ্যামো হরচরণচিত্তৈকশরণাঃ ॥৮০॥

সর্ব্বস্ব বিলায়ে কবে করুণ অন্তরে,
বিসর্জ্জিয়া পরিণাম-নীরস সংসারে,
শরত কৌমুদী পূর্ণ পবিত্র কাননে,
যাপিব যামিনী শিব চরণ শরণে ॥ ৮০ ॥

কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ! ত্রিপুরহর! শম্ভো! ত্রিনয়ন!
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্ ॥৮১॥

কৌপীন কসিয়া কবে কাশী গঙ্গাতীরে,
অঞ্জলি আবদ্ধ করি অবনত শিরে,
গৌরীনাথ ত্রিপুরারি শম্ভু ত্রিলোচন,
সুপ্রসন্ন হও ইহা করিয়া কীৰ্ত্তন,
বর্ষ ঋতু মাস গত দিন অগনন,
ক্ষণেকের মত আমি করিব ক্ষেপণ ॥ ৮১ ॥

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃ পয়োভিঃ শুচিকুসুমফলৈরর্চয়িত্বা বিভো! ত্বাং
ধ্যেয়ে ধ্যানং নিবেশ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ।
আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে!
দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুত্থম্ ॥৮২॥

কবে আমি স্নান করি লয়ে গঙ্গাজল,
পূজিয়া তোমায় বিভো! দিয়া পুষ্প ফল,
তুমি মাত্র ধ্যেয়-বর তোমার ধেয়ানে,
বসি গিরি গহ্বরের ভিতরে পাষাণে,
তোমার কৃপায় গুরু আজ্ঞার পালনে,
তৎপর রহিব সদা, ফলের অশনে,
যাপি দিন, পরব্রহ্মে রাখি সদা রতি,
বিষয়ীর সেবা হতে পাব অব্যাহতি ॥ ৮২ ॥

মহীশয্যা শয্যা বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানঞ্চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
স্ফুরন্ দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখং শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপইব ॥৮৩॥

ভূতলে শয়ান, বাহু উপাধান,
চন্দ্রাতপ হয়, গগন মণ্ডল,
মলয় পবন, হয়েছে ব্যজন,
প্রদীপ হয়েছে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল,
এরূপ বিভব যুত হয়ে সব,
মুনিগণ করে, সুখেতে শয়ন,
সম নরপতি, বনিতা বিরতি
সাথে লয়ে সদা, হয়ে শান্ত মন ॥৮৩॥

অবধূত-চর্য্যা।

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জ্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষ্যমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বান্তং প্রশান্তং সদা
স্থৈর্য্যং যোগমহোৎসবেঽপিচ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্ ॥৮৪॥

শত খণ্ড চীরে কৌপীন নির্ম্মিত,
কন্থা সেই মত আছে জর্জ্জরিত,
নিশ্চিন্ত স্বাধীন, ভিক্ষান্ন ভোজন,
শ্মশানেতে কিম্বা কাননে শয়ন,

সদা আত্মবশে সর্ব্বত্র গমন,
সদাই প্রশান্ত যে অন্তঃকরণ,
থাকে যদি যোগে সদা স্থির মন,
ত্রৈলোক্যের রাজ্যে কিবা প্রয়োজন ॥ ৮৪ ॥

ভূঃ পর্য্যঙ্কো নিজভুজলতা কন্দুকঃ খং বিতানং
দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ।
দিকান্তাভিঃ পবনচমরৈর্বীজ্যমানঃ সমন্তাদ্
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপইব ভুবি ত্যক্তসর্ব্বস্পৃহোঽপি ॥৮৫॥

স্পৃহা পরিত্যাগ করি ভিক্ষুগণ,
রাজার মতন করিছে শয়ন,
নভঃ চন্দ্রাতপ শয্যা ভূমিতলে,
বাহু উপাধান, শুধাংশু মণ্ডল
প্রদীপ, বিরতি বনিতাকে লয়ে,
আছেন সদাই প্রমোদিত হয়ে ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ডো মণ্ডলীমাত্রং
কোলোভোঽয়ং মনস্বিনঃ।
শফরীস্ফুরিতে নাব্ধেঃ
ক্ষুব্ধতা জাতু জায়তে ॥৮৬॥

ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল, মায়াই কেবল,
পণ্ডিতের লোভ, তাহে কেন হবে,
শফরী লম্ফন, করিবে যখন,
সাগর কম্পন, হয় কিহে তবে ॥ ৮৬ ॥

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদিতি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥৮৭॥

ছিলাম অজ্ঞান যবে, কাম অন্ধকারে,
দেখিতাম নারীময় সকলি সংসারে,
সুনিপুণ বিবেকের স্বরূপ কজ্জল,
পরিয়া নয়ন এবে হয়েছে উজ্জল,
সর্ব্বত্রই সম দৃষ্টি হয়েছে এখন,
ব্রহ্মময় দেখিতেছি এ তিন ভুবন ॥ ৮৭ ॥

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তা স্থলী
রম্যং সাধুসভাসমাগমসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়ামুখং
সর্ব্বং রম্যমনিত্যতামধিগতং চিত্তে ন কিঞ্চিৎপুনঃ ॥৮৮॥

বনপ্রান্তে তৃণাবৃত, ভূমিগুলি রমণীয়,
রমণীয় শশির কিরণ,
প্রণয় প্রকোপে বাষ্প, বিন্দু বিগলিত আঁখি,
রম্য সেই প্রিয়ার বদন,
সাধু সভা সমাগম, সুখ বটে রমণীয়,
রমণীয় কাব্য আলাপনে,
এ সকল রমণীয়, নশ্বর বলিয়া কিন্তু,
রম্য বলি নাহি হয় মনে ॥ ৮৮ ॥

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা
হানাদানবিভিন্নবর্ণরহিতঃ কশ্চিৎ তপস্বী স্থিতঃ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনৈরাস্যূতকন্থাধরো
নির্ম্মাণোনিরহঙ্কৃতিঃ শমসুধাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ ॥ ৮৯ ॥

ভিক্ষাভোজী জন সঙ্গ বিহীন স্বাধীন,
আদান প্রদানে বর্ণ ভেদ জ্ঞান হীন,
পথপ্রান্তে নিপতিত জীর্ণ বস্ত্র দিয়া,
ধারণ করেন কন্থা প্রস্তুত করিয়া,
মান অহঙ্কার হীন, শান্তি সুধা আশী,
নিযুক্ত তপেতে সদা আছেন তপস্বী॥ ৮৯ ॥

মাতর্ম্মেদিনি! তাত মারুত! সখে জ্যোতিঃ! স্ববন্ধোজল!
ভ্রাতর্ব্যোম! নিবদ্ধ এষ ভবতামগ্রে প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল-
জ্বালাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি ॥৯০॥

হে জননি বসুন্ধরে, হে তাত মারুত,
সখে তেজ, বন্ধো বারি, হে আকাশ ভ্রাত;
তোমাদের সঙ্গ জাত পুণ্যেতে আমার,
জ্ঞান জ্যোতি আসি, গেছে মোহ অন্ধকার,
করযোড়ে এই শেষ করিয়া প্রণাম,
পরম ব্রহ্মেতে এবে লভিনু বিরাম ॥ ৯০ ॥

স্বাদিষ্ঠং মধুনোঘৃতাচ্চ রসবদ্যৎ প্রস্রবত্যক্ষরং
দৈবীবাগমৃতাত্মনোরসবতস্তেনৈব তৃপ্তাবয়ম্।

কুক্ষৌ যাবদিমে ভবন্তি ধৃতয়ে ভিক্ষাহৃতাঃ শক্তবঃ
তাবদ্দাস্যকৃতার্জ্জনৈর্নহি ধনৈর্বৃত্তিং সমীহামহে ॥৯১॥

সুমধুর মধু হতে, ঘৃত হতে রস যুত,
সরস অমৃতময়, বিনির্গত বিভু হতে,
অবিনাশী দৈববাণী, শুনিয়া শ্রবণে সদা,
নিরন্তর পরিতৃপ্ত, রহিয়াছি মোরা তাতে,
প্রাণধারণোপযোগী, ভিক্ষালব্ধ শক্তুগুলি,
যাবৎ উদরে থাকে, ধৈর্য্যের বিধান তরে,
তাবৎ দাসত্ব করি উপার্জ্জিত বিত্ত হতে,
জীবিকানির্ব্বাহ করা, অভিলাষ নাহি করে ॥ ৯১ ॥

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং বায়ুঃ কৃতোবেধসা
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজঃ পুষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং
যামন্বেষয়তাং প্রয়ান্তি সহসা সর্ব্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥৯২॥

করেছেন ভক্ষ্য বস্তু বিধি নিরূপণ
সুলভ পবন ভক্ষ্য সর্পের কারণ,
নব নব তৃণাঙ্কুর খায় পশুগণ,
হৃষ্ট পুষ্ট দেহ করে ভূতলে শয়ন,
সমর্থ যাহারা কিন্তু সংসার সাগর,
তরিবারে দেখি যত বুদ্ধিমান্ নর,
তাদের জীবিকা তরে যাহা নির্দ্ধারিত,
তারি অন্বেষণে গুণ হতেছে ব্যয়িত ॥ ৯২ ॥

কৃশঃ কাণঃ খঞ্জঃ শ্রবণরহিতঃ পুচ্ছবিকলো
ব্রণী পূয়ক্লিন্নঃ ক্রিমিকুলশতৈরাবৃততনুঃ।
ক্ষুধাক্ষামো জীর্ণঃ পিঠরককপালার্দ্দিতগলঃ
শুনীমন্বেতি শ্বা হতমপি নিহন্ত্যেব মদনঃ ॥৯৩॥

কৃশ, অন্ধ, খঞ্জ, পুচ্ছ, বিকল, বধির,
ক্লেদযুক্ত কৃমি ব্যাপ্ত বিক্ষত শরীর,
ভগ্ন কলসীর গলভাগ গলে লগ্ন,
ক্ষুধায় কাতর, দেহ হইয়াছে ভগ্ন,
এমন কুক্কুর শুনী অনুগম করে,
কি আশ্চর্য্য নষ্টকেও নষ্ট করে স্মরে ॥ ৯৩ ॥

মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ সর্ব্বোঽপ্যয়ং নন্বণুঃ
স্বীয়ীকৃত্য তমেব সংযুগশতৈ রাজ্ঞাং গণাঃ ভুঞ্জতে।
দহ্যন্তে দদতোঽথবা কিমপরে ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং
ধিগ্ধিক্ তান্ পুরুষাধমান্ ধনলবং তেভ্যোঽপি বাঞ্ছন্তি যে ॥৯৪॥

বারির বেষ্টনে সংবেষ্টিত ভূমণ্ডল,
মৃত্তিকার ক্ষুদ্র পিণ্ড মাত্রই কেবল,
শত শত সমর করিয়া নৃপ কত,
ভোগিছেন করি নিজ করতল গত,
সে পিণ্ড প্রদানে ক্লেশ তাহারাও পায়,
ক্ষুদ্রজনে কষ্ট পাবে বিচিত্র কি তা'য়,
ধনের আশায় সেই ক্ষুদ্রজন পাশে,
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তাহে যা'রা আসে ॥ ৯৪ ॥

দদতু দদতু গালীর্গালিমন্তো ভবন্তো
বয়মপি তদভাবাদ্ গালিদানেঽসমর্থাঃ।
জগতি বিদিতমেতদ্ দীয়তে বিদ্যমানং
নহি শশকবিষাণং কোঽপি কস্মৈ দদাতি ॥ ৯৫ ॥

দাও দাও গালি দাও তোমাদের আছে,
আমরা কি দিব গালি কিছু নাই কাছে,
সকলেই জানে দান করে যাহা থাকে,
শশকের শৃঙ্গ দান কেবা করে কাকে ॥ ৯৫ ॥

স্বধর্ম্মপীড়ামবিচিন্ত্য যোঽয়ম্
মৎপাপ-শুদ্ধ্যর্থমিহ প্রবৃত্তঃ।
নচেৎ ক্ষমামপ্যহমত্র কুর্য্যাম্
মত্তঃ কৃতঘ্নোবদ কীদৃশোঽন্যঃ ॥৯৬॥

আপনার ধর্ম্ম হানি না করি বিচার,
যত্নবান্ যিনি পাপ শোধিতে আমার,
না করিয়া ক্ষমা তাঁরে, হইলে কুপিত,
কৃতঘ্ন কেহই নাই, আমাকে ব্যতীত ॥ ৯৬ ॥

পুরা বিদ্বত্তাসীদমলিনধিয়াং ক্লেশহতয়ে
গতা কালেনাসৌ বিষয়সুখসিদ্ধ্যৈ বিষয়িণাম্।
ইদানীং সম্প্রেক্ষ্য ক্ষিতিলবভুজঃ শাস্ত্রবিমুখান্
অহো কষ্টং সাপি প্রতিদিনমধোঽধঃ প্রবিশতি ॥৯৭॥

ছিল পুরাকালে বিদ্যা
বিদ্বানের দুঃখ দূর তরে,
বিষয়ীর বিত্ত হেতু,
হয় পরে কাল সহকারে,
কিন্তু এবে নিরখিয়া,
শাস্ত্রহীন নরপতি যত,
কি দুঃখ বিদ্যাও ক্রমে,
অধঃপাতে যাইতেছে কত ॥ ৯৭ ॥

সজাতঃ কোঽপ্যাসীন্মদনরিপুণা মূর্দ্ধ্নি ধবলং
কপালং যস্যোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে।
নৃভিঃ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা
নমদ্ভিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভবঃ ॥৯৮॥

মাথার কপাল যার, শিরের ভূষণ ক'রে
ধারণ করেন শিব যত্নে সদা শিরোপরে,
সার্থক জনম তার, কিন্তু লোকে এ সংসারে,
কেবল প্রাণের তরে, নমস্কার করে যারে,
তা দেখিয়া এত কেন হয় বল মানবের,
সুপ্রবল প্রাদুর্ভাব বিকার সে গরবের ॥ ৯৮ ॥

যদ কিঞ্চিজ্জ্ঞোঽহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমভবং
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎকিঞ্চিদ্ গুরুজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বরইব মদোমে ব্যপগতঃ ॥৯৯॥

মদমত্ত করি সম ছিনু স্বল্প জ্ঞানে,
সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মোরে ভাবিতাম মনে,
কিন্তু আমি গুরুজন নিকটে সতত
থাকি যথা কথঞ্চিত হয়ে অবগত,
মূর্খ বলি আপনাকে জানিলাম যবে,
জ্বর সম অহংকার দূরীভূত তবে ॥ ৯৯ ॥

মানে শ্লাঘিনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যর্থে প্রয়াতেঽর্থিনি
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈর্যৌবনে।
যুক্তং কেবলমেতদেব সুধিয়াং যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ-
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরদরীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্বচিৎ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভর্ত্তৃহরিবিরচিতং বৈরাগ্যশতকং সমাপ্তম্ ॥

সম্মান যখন যায়,	ধন শূন্য যবে হয়,
যাচক বিমুখ হয়ে,	যায় যবে ফিরে,
হয় যবে বন্ধুক্ষয়,	পরিজন নষ্ট হয়,
যৌবন অবস্থা যবে,	যায় ধীরে ধীরে,
সাধুর উচিত তবে,	সত্বর চলিয়া যাবে,
গঙ্গাজলে পবিত্রিত	সেই হিমালয়,
পাষাণে পূরিত যাহা,	গহ্বর নিকুঞ্জ গুহা
সুশোভিত, সেইস্থানে	লইবে আশ্রয় ॥ ১০০ ॥